নতুন জামা

বর্ণালী বণিক

১

“মিমি ওঠো, বাস টা কি আজও মিস করবে?“
“মাম্মাম আর পাঁচ মিনিট প্লিস“

বাবা আর ঠাম্মার আদুরে মেয়ের রোজ এভাবে ঘুম ভাঙ্গাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় অসীমা কে হামেশাই।
তবে মেয়ে নামী ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলে আজ ক্লাস সিক্স এ পড়ে , খেলাধূলায় ও পাড়ায় প্রাইজ পায় ভেবে গর্বে মন ভরে ওঠে ও’ র। নিজে তো বাংলা মিডিয়ামের মাধ্যমিক পাস , লোক কে বলতেও লজ্জা করে। তাই মিসেস রায় কে অগত্যা বলতে হয় ও পাস গ্রাজুয়েট। অমিতও অফিস পার্টি তে নিতে চায়না এই জন্যেই - সেসব অসীমা এখন বোঝে ভালোই , তাই আর নিজেই বিশেষ কোথাও যেতে চায়না । মেয়েকে নিয়ে আকাশ পাতাল স্বপ্ন বুনে দিন কেটে যায়। আজ মিমি কে পয়লা বৈশাখ এর জামা কিনে দিতে হবে - বাসে ওকে তুলতে যাবার সময় ভাবছিল অসীমা।

২

মিনতি এখনও আসেনি। আধ ঘন্টা লেট। রান্না আর অসুস্থ শাশুড়ি কে সামলাতে গিয়ে কালঘাম ছোটার জোগাড় অসীমার । এমন সময় কলিংবেলের শব্দ।
“এখন তোর আসার সময় হল?”
“দিদি , আজকে মেয়েটার জন্মদিন। ইকটু পায়েস করতে...”
“থাক থাক , আদিখ্যেতা না করে এবার কাপড় গুলো ধুয়ে উদ্ধার কর দেখি”
“যত্তসব ফাঁকিবাজ লোক আমার কপালেই জোটে “-অসীমার নিচু গলার তাচ্ছিল্য বেশ শুনতে পেল মিনতি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ময়লা কাপড়ে সাবান ঘসতে লাগলো।

৩

“খেয়ে নাও চটপট। বাবা এখুনি চলে আসবে, সিটিমলে যাব তোমার পয়লা বৈশাখ এর ড্রেস কিনতে।“ আনন্দে আত্মহারা হয়ে মিমি পাঁচ মিনিটে সব খাওয়া শেষ করে ভাবতে লাগল এবার লিটিল মার্মেইড নাকি স্নো হোয়াইট এর মতো ড্রেস কিনবে। জিয়ার পিংক প্রিন্সেস ড্রেস টাও সুন্দর ছিল - ভাবতে ভাবতে কনফিউসড মিমি।

“আচ্ছা মিনতি আন্টি, পিংক ড্রেস আমাকে মানাবে নাকি পার্পল গো?”
পিংক কালার টা চেনা মিনতির লতা-র সুবাদে কিন্তু অন্যটা না বুঝে মিনতি বললো “কিজানি, তুমি তো যাই পড় ভালোলাগে, আমার লতার ও ওই পিংক কালার পছন্দ। একটা পিংক কালারের কিলিপ কিনে দিব ওকে আজকে। ওর জন্মদিন তো।” মিনতির সাথে মিমির এত কথা বলা পছন্দ হয়না অসীমার। যতই হোক কাজের লোক বলে কথা।

৪

পিংক লেস আর রেশম সুতোর কাজ করা দারুণ ড্রেস কিনে দিয়েছে আজ অমিত মিমি কে। অসীমাও খুব খুশি আজ অনেকদিন পর বর আর মেয়ের সাথে একটু বেরোতে পেরে। মিমির ড্রেসের সাথে ম্যাচিং ক্লিপ, ব্যাগ সহ অনেককিছু শপিং করে ফিরেছে ওরা।
রান্নাঘরে মিনতি কে জামা টা দেখাতে যাবার সময় ধমকে ঘরে পাঠিয়ে দিল অসীমা মিমি কে ।

৫

ফ্রেশ হয়ে রান্নাঘরে যেতেই রেগে তারস্বরে চিৎকার করলো অসীমা।

“তোমার ড্রেস টা এখানে কি করছে মিমি?”

“মাম্মাম, আমি ও’টা লতা কে জন্মদিনে গিফ্ট করব বলেই আজ কিনেছি। প্লিস মাম্মাম..লতারও পিংক পছন্দ। “কাচুমাচু মুখ করে কাতর স্বরে আর্জি জানালো মিমি।

মিনতি কিছু একটা বলতে গিয়েও খেই হারিয়ে ফেলল।

হঠাৎ যেন নিজের ভুলে যাওয়া শৈশবে ফিরে গেল অসীমা, যখন এভাবেই নিজের পছন্দের নতুন লাল ফ্রক টা পাড়াতুতো বান্ধবী সুনীতা কে উপহার দিয়েছিল পূজোর সপ্তমী তে। ছেলেবেলার মনুষ্যত্ব আবার যেন নতুন ভাবে কড়া নাড়িয়ে জানান দিল অসীমার বুকে। টিভি তে পয়লা বৈশাখের সঙ্গীতানুষ্ঠানের অধিসূচনায় ভেসে এলো “বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক...”